লক্ষ্মীপুরবাসী ভক্ত, চূড়ামণি বুদ্ধিমন্ত,
আসিলেন তারা দুটি ভাই।
এল নাটুয়া পাগল, ব্রজ নাটুয়া পাগল,
হরিবোল বিনে বোল নাই।।
বিশ্বনাথ দরবেশ, আসিল পাগল বেশ,
নেচে নেচে ধায় আগে আগে।
যতেক ভকতগণ, হরিনামেতে মগন,
সিংহের প্রতাপে ধায় বেগে।।
গেল দশরথ ঘর, সব হল একতর,
ভয় ভীত হ'ল দশরথ।
ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ, দেখিয়া হ'ল আতঙ্ক,
লোক হ'ল দুই তিন শত।।
দশরথ পদ ধরে, বলে প্রভুর গোচরে,
'এত ভক্ত কৈল আগমন।
দৈবে লোক বহুজন, করা'তে স্নান ভোজন,
মম সাধ্য না হ'বে কখন।।
ঠাকুর কহিছে 'বাছা, কেন তুমি ভাব মিছা,
এল যত সাধু মহাজন।
যে করে হরির চিন্তে, হরি করে তার চিন্তে,
খেতে দিবে যাহার সৃজন।।
তুমি কি করিবে ভেবে, যার কার্য্য সে করিবে,
স্নান করাইয়া সবে আন।
যাইতে হইবে কুঠি, মাথায় লইব মাটি,
কেশ মুক্ত বেশই প্রধান।।'
বিশ্বনাথ দরবেশে, বলে 'স্নান কর এসে,
কেশ ধৌত কর ল'য়ে মাটি।
তুই ফকির মানুষ, হ'য়ে *দেওনা পুরুষ,
চুল ছেড়ে যেতে হ'বে কুঠি।।
মহাপ্রভু স্নান ছলে, যান পুষ্করিণী জলে,
এদিকেতে যত নারীগণ।
কলসী লইয়া কাঁখে, কেহ জল আনে সুখে,
কেহ করে মস্তক মার্জ্জন।।

* *দেওনা—উদাসীন।*

কেহ বা গাত্র মার্জ্জন, কেহ পদ প্রক্ষালন,
শ্রীঅঙ্গ মোছায় কোন নারী।
যেখানে যে কার্য্য করে, সবে হরিষ অন্তরে,
দলে দলে বলে হরি হরি।।
এদিকে মেয়েরা যত, সবে হ'য়ে হরষিত,
এসেছেন বিশ্বাসের বাটী।
কোন কোন নারীগণে, আশ্চর্য্য মেনেছে মনে,
শুনেছে ঠাকুর যাবে কুঠি।।
শুনেছে বাটী হইতে, দশরথের বাটীতে,
আসিয়াছে মতুয়া সকল।
কেহ এনেছে চাউল, কেহ এনেছে ডাউল,
কেহ আনে দধি দুগ্ধ ঘোল।।
কুষ্মাণ্ড কদলী আদি, তরকারী নানা বিধি,
থোড় মোচা শাক শিম মূল।
আলু কচুক অলাবু, কেহ কেহ আনে লেবু,
কেহ আনে পদ্মবীজ মূল।।
ব্যঞ্জন লাবড়া পাক, সরিষা বাটা শক্ত শাক,
মেয়েরা রন্ধন করে ঘরে।
দৈবে এক মেয়ে এল, সেই ঘরে প্রবেশিল,
কোন মেয়ে নাহি চেনে তারে।।
তণ্ডুল ঠিক দু'মণ, পাক হইল যখন,
এমন সময় দয়াময়।
গিয়া সেই রসুই ঘরে, নিষেধিল মেয়ে দেরে,
'পাক ক্ষান্ত কর এ সময়।।
এই অন্নে হ'য়ে যা'বে, বসাইয়া দেহ সবে,
ক্ষুধার সময় বয়ে যায়।'
ঠাকুর বাহিরে এসে, বলিলেন হেসে হেসে,
'খেতে বৈস সাধুরা সবায়।।
যতসব ভক্তগণ, ক্ষান্ত করি সংকীর্ত্তন,
মহাপ্রভু নামে ভীর দিল।
করিতে অন্ন ভোজন, করি পদ্ম পত্রাসন,
তারপরে সকলে বসিল।।